যুগান্তর

তারিখ 02 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাবির হলে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ : প্রভোস্টসহ আহত ১১

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে ছাত্র সংঘর্ষে প্রভোস্টসহ ১১ জন আহত হয়েছেন। শনিবার বিকালে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর অন্য হলগুলোতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ক্যাম্পাসে আতংক বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতে পারে। গতকাল রাতে প্রভোস্ট কমিটির বৈঠকে হলে পুলিশ তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। সন্দেহভাজন ছাত্রকে আটক করার জন্য যে কোন সময় এরকম তল্লাশি চালানো হতে পারে। বৈঠকে প্রভোস্টের ওপর হামলার নিন্দা করা হয়। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত চিকিৎসারত ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে আনা হয়েছে। এদিকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউ সুপার মার্কেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার বিকাল ৪টায় ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও জহুরুল হক হল শাখার মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলা চলাকালে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এসে প্রভোস্টকে চার্জ করেন, কেন ছাত্রদলকে খেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে উপস্থিত ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম আহত হন। এরপর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরকে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া দেয়। সংঘর্ষে ছাত্রলীগের আশরাফ আলী, মাজহারুল ইসলাম, শামসুল কবির রাহাত, মিজানুর রহমান রুবেল, নয়ন, সাকলাইন এবং ছাত্রদলের রোকুনুজ্জামান তালুকদার, আতাহার খান, সোহাগ ও শাহজাদা আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় ছাত্রলীগের আশরাফ আলী, মাজহারুল ইসলাম ও ছাত্রদলের

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সংঘর্ষ : আহত

১ম পৃষ্ঠার পর

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিকাল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আকা ফিরোজ হলে আসেন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ওপর হামলার জন্য হল প্রভোস্টকে দায়ী করেন। তাদের অভিযোগ, হলে শোডাউন করতে ছাত্রদল এই খেলার আয়োজন করেছে। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ হল পরিদর্শনে আসেন। ছাত্রদল তখন হল প্রভোস্টকে আহত করার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে। এজন্য বিচার না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রলীগকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। উপাচার্য এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের আশ্বাস দেন। তিনি হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষা করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিশৃংখলা সৃষ্টি করতেই পরিকল্পিতভাবে খেলার মাঠে গেছে। বিষয়টি তদন্তে হলের আবাসিক শিক্ষক ড. নিজামুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম খান, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ আনছারুল আলম। তিন দিনের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হলে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হল গেটসহ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং এফ রহমান হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

নিউমার্কেট

এদিকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউ সুপার মার্কেটে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের শ্যামল নামের এক ছাত্র আহত হয়েছেন। জানা গেছে, মার্কেটের ১৯৪ নম্বর দোকানে কয়েকজন ছাত্র কেনাকাটা করতে যায়। তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে উত্তেজিত ছাত্ররা নিউমার্কেট-সাইন্স ল্যাবরেটরি সড়ক প্রায় আধাঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আশ্বাসে ছাত্ররা অবরোধ তুলে নেয়।